2ND SEMESTER : PHILOSOPHY (HONOURS)

CC – III UNIT – IX

THE CONCEPT OF SATKĀRYAVĀDA IN SANKHYA PHILOSOPHY

DR. BIBHUTI BHUSHAN NAYAK

— : সাংখ্য সৎকার্যবাদ : —

ভূমিকা :— কার্য-কারণ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে দুটি প্রধান মতবাদ আছে, যথা :- সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ, সৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য সৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্য – কারণে বিদ্যমান থাকে, অসৎকার্যবাদ অনুসারে কার্য অসৎ, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে বিদ্যমান থাকে না,

সাংখ্য দর্শনে সমর্থিত সৎকার্যবাদ, সাংখ্য মতে, সৎকার্য সৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে জগৎ প্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান ছিল, জগৎ প্রকৃতির পরিনাম বা অভিব্যক্তি,

সৎকার্যবাদের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি :— ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর সাংখ্য কারিকায় সৎকার্য বাদের প্রতিপাদক যুক্তিগুলি সূত্রাকারে নিম্নোক্ত ভাবে প্রদর্শন করেছেন :-

'অসদকরনাৎ উপাদানগ্রহনাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ
শক্তস্য শক্যকরনাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্যম্'

অসদকরনাৎ :— কার্য যদি কারনের মধ্যে অসৎ হয়, তাহলে শতচেষ্টাতেও কার্যোৎপত্তি সম্ভব হয়না, যা অসৎ তাকে কোনো ভাবেই সৎ করা যায়না, অর্থাৎ উৎপন্ন করা যায়না, যেমন :- বালি থেকে তেল তৈরি করা অসৎ তাই শত চেষ্টাতেও বালি থেকে তেল তৈরি করা যায় না,

নৈয়ায়িকরা এখানে আপত্তি করে বলতে পারেন যে উৎপত্তির পূর্বে ঘট যদি মৃৎপিণ্ডে সদ্রূপে বিদ্যমান থাকে তাহলে কুম্ভকারের প্রয়োজন হয় কেন? এই আপত্তির সমাধানে বাচস্পতি বলেন যে, কার্যটি যদিও উপাদান কারনে সৎ হলেও তা সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত থাকে, এই প্রকার সূক্ষ্ম বস্তুর স্থূলরূপ প্রাপ্তিকেই সাংখ্যদর্শনে অভিব্যক্তি বলা হয়, কার্যের এই অভিব্যক্তির জন্য নিমিত্তকারনের প্রয়োজন,

Scanned with CamScanner

উপাদানগ্রহণাৎ :— উপাদান শব্দের অর্থ হল কারণ, আর গ্রহণাৎ শব্দের অর্থ হল কার্যের সাপেক্ষ সম্বন্ধ, কাজেই উপাদান গ্রহণাৎ শব্দের অর্থ হল কারণের সাপেক্ষ কার্যের সম্বন্ধ, কারণের সাপেক্ষ কার্যের এক বিশেষ সম্বন্ধ থাকে যার নাম উভয়বৃত্তিত্বের সম্বন্ধ, কার্য ও কারণের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে উপাদানগত তাদাত্ম্য থাকে, কাজেই, কার্যকারণ সম্বন্ধের উভয় বৃত্তিত্বের জন্য উৎপত্তির পূর্ব কার্যকে সৎ-রূপে মানতে হয়,

এখানে নৈয়ায়িকরা আপত্তি করে বলতে পারেন যে উপাদান কারণের দ্বারা রহিত কার্য কেন কারণের দ্বারা উৎপত্তি হবেনা? প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বর কৃষ্ণ তৃতীয় যুক্তির যুক্তির উল্লেখ করেছেন,

সর্বসম্ভবাভাবাৎ :— উপাদানকারণের সাপেক্ষ অসম্বন্ধ কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করলে কারণ ব্যবস্থা-লাঙ্ঘিত হবে, যদি কারণের সাপেক্ষ কার্যের বিশেষ সম্বন্ধ না স্বীকার করা হয় তা হলে তার কোনো নিয়ম থাকবে না, যেমন: মৃৎপিণ্ড থেকে ঘট, তন্তু থেকে পট, বীজ থেকে অঙ্কুর তৈরি হওয়ার যে ব্যবস্থা তা ব্যহত হবে, কিন্তু এমন অব্যবস্থা সম্ভব হয় না, কোন কার্য কোন কারণ থেকে উৎপন্ন হবে, তার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট থাকে, কাজেই বলতে হয় যে কার্য সৎ,

এখানে বিরুদ্ধবাদী নৈয়ায়িকরা আপত্তি করে বলতে পারেন কারণের মধ্যে কার্যকে অসৎ বললেও অব্যবস্থা হবে না, যদি কারণের কার্য উৎপাদন এক শক্তিকে স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ যদি বলা হয়, কার্য কারণে অসৎই, তবে কারণের মধ্যে এক কার্য-জনন শক্তি থাকে যার জন্য কার্যটি উৎপন্ন হয়, এমন নয় যে, উৎপত্তির পূর্বে, মৃৎপিণ্ডের সাপেক্ষ ঘটের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ থাকে, মৃৎপিণ্ডের মধ্যে ঘট জন্য ঘট উৎপন্ন হয়,

শক্তস্য শক্যকরণাৎ :— নৈয়ায়িকরা বলেন, কার্যকে কারণে অসৎ বলে কারণে মধ্যে যে শক্তির উল্লেখ করেছেন তার আশ্রয় কী? যদি বলা হয় যে, ঐ শক্তি সব কারণেই থাকে তাহলে অব্যবস্থা দেখা দেখা দেবে, কাজেই সব কারণেই কারণকেই ঐ শক্তির আশ্রয় বলা যাবে না, যেমন:- মৃৎপিণ্ডে ঘট জনন শক্তি থাকে, তন্তুতে পট জনন শক্তি থাকে ইত্যাদি, এমন বললে কোন অব্যবস্থাও হয় না,

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল— কার্য জনন শক্তির অপেক্ষা বিশেষ কার্যটির সম্বন্ধ আছে অথবা নেই? সম্বন্ধ নেই এমন বলা যায় না, ঘট-জনন শক্তির সাপেক্ষ ঘটের সম্বন্ধ নেই — এমন বলা যাবে না, কারণ যেহেতু শক্তিকে ঘট-জনন শক্তি বলা যাবে না, কাজেই ঘট জনন শক্তির সাপেক্ষ ঘটের সম্বন্ধ আছে, এমন

Scanned with CamScanner

কারনবাদ :— কার্য কারনভাবাপন্ন, কার্য ও কারন স্বরূপত অভিন্ন, কারনের রূপান্তর বা অভিব্যক্তি হচ্ছে কার্য, কারন কার্যরূপে পরিনত বা অভিব্যক্ত হয়, কার্য তাদাত্ম্য কারনাত্মক হয়, বাচস্পতি বলেছেন, 'পটঃ ন তন্তুভ্যো ভিন্নঃ তদ্ধর্মত্বাৎ', অর্থাৎ উৎপত্তি পূর্বে কার্য কারনে বিদ্যমান থাকে,

নৈয়ায়িক প্রধানত আপত্তি করে বলতে পারেন কার্য ও কারন অভিন্ন হলে তাদের দ্বারা একই প্রয়োজন সিদ্ধ হবে, যা বাস্তবত হয় না, যেমন:— ঘটের দ্বারা জল গ্রহন করা গেলেও মৃৎপিন্ডের দ্বারা তা সম্ভব নয়। এই আপত্তির উত্তরে বাচস্পতি বলেন, কার্য ও কারন স্বরূপত অভিন্ন হলেও তাঁরা আকারগত ভাবে ভিন্ন,

Scanned with CamScanner